সংবাদ

তারিখ 29 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা : সোমবার ১৫ আষাঢ় ১৪২২
Dhaka : Monday 29 June 2015

# সম্পাদকীয়

## বেসরকারি উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট প্রত্যাহার করুন শিক্ষা পণ্য নয়

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বেসরকারি শিক্ষা খাতে আরোপ করা ১০ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি উঠেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি এই দাবি তুলেছে। এর আগে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকেও এই দাবি তোলা হয়। তবে এ নিয়ে সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহল এখনও কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট আরোপের চেষ্টা এর আগেও হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। বর্তমান সরকার কেন বেসরকারি উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট আরোপ করতে চাচ্ছে সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণভাবে ধারণা করা হচ্ছে, করের আওতা বাড়ানোর জন্য বেসরকারি উচ্চশিক্ষা খাতকে বেছে নেয়া হয়েছে। করের আওতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যই থাকুক আর অন্য যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন শিক্ষা খাতকে ভ্যাটের আওতায় আনাকে সমর্থন করা যায় না। এর পেছনে একটি যুক্তিই যথেষ্ট যে, শিক্ষা কোন পণ্য নয়। এটি প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। আর শিক্ষার অধিকার সংবিধানেই স্বীকৃত। শিক্ষার অধিকারকে প্রাথমিক শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় বিভক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

কেউ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলেই তাকে ভ্যাট দিতে হবে– এমন নিয়মের হেতু কী সেটা জানা দরকার। একই শিক্ষা যখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করা হবে তখন তো কোন শিক্ষার্থীকে ভ্যাট দিতে হবে না। অনেকে বলছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনী ব্যক্তিদের সন্তানরা পড়াশোনা করে এই ধারণা থেকে সরকার ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাস্তবিকই যদি উল্লিখিত ধারণা থেকে সরকার বেসরকারি উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত নেয় তবে সেটাকে বলতে হবে সরকার ভুল ধারণার ওপর নির্ভর করছে। বর্তমান বাস্তবতায় মধ্যবিত্তই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হচ্ছে। যেসব শিক্ষার্থী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় না তারা বাধ্য হয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তানের পড়াশোনার খরচ জোগাতে গিয়ে অনেক অভিভাককেই সর্বস্বান্ত হতে হয়। সামর্থ্যবান ধনী পরিবারের সন্তানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই দেশের বাইরে চলে যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ এমনিতেই ব্যয়বহুল তার ওপর ভ্যাট আরোপ করা হলে সেটি হবে বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

শিক্ষা কোন পণ্য নয়, সেবা। সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকার শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এমন যে কোন সিদ্ধান্ত থেকে সরকারের সরে আসা উচিত। আমরা আশা করব, চূড়ান্ত বাজেটে বেসরকারি উচ্চশিক্ষার ওপর কোন ভ্যাট আরোপ করা হবে না। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হয় এসব কোন পদক্ষেপ সরকারের নেয়া উচিত নয়। বরং শিক্ষা নিয়ে কেউ বাণিজ্য করলে সেটি বন্ধ করা উচিত। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধে উদ্যোগ নেয়ার পরিবর্তে শিক্ষা খাত থেকে আয়ের পথ খোঁজার চেষ্টা সরকারের জন্য বিব্রতকরই বটে।